বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারি দাবি আদায় ঐক্য পরিষদ

(জাতীয় ভিত্তিক সংগঠন সমূহের সমন্বয়ে গঠিত জোট)
অস্থায়ী কার্যালয় ঃ ৮/২ পশ্চিম কাফরুল, শের-ই-বাংলানগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
ইমেইল- wares.07ali@gmail.com, মোবাইল নং ঃ ০১৭১১-২৩১৭৭৪, ০১৭১২১৪৯১৪৩

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়
ডাক গ্রহণ ও বিতরণ শাখা
প্রাপ্তির ক্রমিক ...
তারিখ ১৮/০৯/২৪
সময় ...

সূত্র :-১৫/২০২৪ তারিখ: ১৭সেপ্টেম্বর ২০২৪খ্রিঃ

বরাবর
মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যমুনা, ঢাকা।

বিষয়: **বৈষম্যমুক্ত ৯ম পে-স্কেল প্রদানের নিমিত্ত পে-কমিশন গঠন, পে-স্কেল প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য ৫০% মহার্ঘ ভাতাসহ (১১-২০ গ্রেডের কর্মচারিদের) ৭ দফা বাস্তবায়ন।**

মহোদয়,

যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক সবিনয় নিবেদন এই যে, বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারি দাবী আদায় ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে ছালাম ও আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে শহীদ ও আহতদের। যারা একটি শোষণহীন বৈষম্যমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমাদের ২য় স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। প্রজাতন্ত্রের (১১-২০ গ্রেড) কর্মচারির সরকারের সকল উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন করলেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত। ২০১৫ সালের বৈষম্যমূলক পে-স্কেল প্রদানের পর থেকে অদ্যাবদি উক্ত সংগঠনের পক্ষ থেকে বৈষম্য নিরসনের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসছি। কিন্তু বিগত সরকার আমাদের দাবি পূরণ তো দুরের কথা আমাদের সংগঠনের কথা আমলে না নিয়ে বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারি সংস্থার মাধ্যমে জুলুম অত্যাচার চালিয়েছেন। বর্তমান সময়ে বাজারমূল্যের লাগামহীন উর্দ্ধগতি, সেবা খাতের ব্যয় বৃদ্ধি ও পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যয় বৃদ্ধির দরুণ (১১-২০গ্রেড) কর্মচারিরা মানবেতর জীবন যাপন করছেন। তাই চলমান জীবন বাস্তবতার নিরিখে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারিদের নিম্নোক্ত ৭ দফা দাবী বাস্তবায়নের জন্য তুলে ধরছি।

৭ দফা দাবীনামা:

১. বৈষম্যহীন ৯ম পে স্কেল বাস্তবায়নের লক্ষে পে কমিশন গঠন করতে হবে। পে-স্কেল বাস্তবায়নের পূর্ব পর্যন্ত অন্তর্বতীকালীন সময়ের জন্য ৫০% মহার্ঘ্য ভাতা (১১-২০ গ্রেডের কর্মচারিদের) প্রদান করতে হবে।

২. ইতোমধ্যে যাদের মূলবেতন শেষ ধাপে উন্নীত হয়েছে তাদের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি নিয়মিত করতে হবে। বেতন স্কেলের বৈষম্য নিরসনের জণ্য ১০ ধাপে বেতন স্কেল নির্ধারণসহ পে-কমিশনে কর্মচারী প্রতিনিধি রাখতে হবে।

৩. সচিবালয়ের ১৯৯৫ সালের জারীকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সকল অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও স্বায়ত্বশাসিন প্রতিষ্ঠানের প্রধান সহকারী, উচ্চমানসহকারী, সাটলিপিকার এবং কম্পিউটার অপারেটর সমপদগুলির পদবী ও গ্রেড পরিবর্তন করে যথাক্রমে প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা নামকরণসহ ১০ম গ্রেডে উন্নীতকরণ করতে হবে এবং এক ও অভিন্ন নিয়োগবিধি প্রনয়ণ করে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারিদের সৃষ্ট বৈষম্য দূর করতে হবে।

৪. ২০১৫ সালে পে-স্কেলের গেজেটে প্রত্যাহারকৃত ৩ টি টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড পূণর্বহালসহ বেতন জ্যেষ্ঠতা পূনঃবহাল এবং সকল স্বায়তশাসিত প্রতিষ্ঠানে গ্রাচুইটির পাশাপাশি পেনশন প্রবর্তনসহ বিদ্যমান গ্রাচুইটি/আনুতোষিকের হার ৯০% এর স্থলে ১০০% নির্ধারণ ও পেনশন গ্রাচুইটি ১ টাকার সমান ৫০০ টাকা নির্ধারণ করতে হবে।

৫. ব্লক পোষ্টে কর্মরত কর্মচারীসহ সকল পদে কর্মরতদের পদোন্নতি বা ৫ বছর পর পর উচ্চতর গ্রেড প্রদান করতে হবে,অধঃস্তন আদালতের কর্মচারীদের বিচার বিভাগীয় কর্মচারী হিসেবে গণ্য করতে হবে, এছাড়া টেকনিক্যাল কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদের টেকনিক্যাল পদ মর্যাদা দিতে হবে।

৬. বাজারমূল্যের লাগামহীন উর্দ্ধগতি ও জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির বিষয় বিবেচনা করে দেয় সকল ভাতাদি পুনঃনির্ধারণ, সকল কর্মচারিদের রেশন ব্যবস্থার প্রর্বতন করতে হবে। চাকুরীতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩৫ বছর ও অবসরের বয়স সীমা ৬২ বছর নির্ধারণ করতে হবে।

৭. উন্নয়ন প্রকল্প থেকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত পদধারিদের প্রকল্পের চাকুরিকাল গণনা করে টাইম স্কেল এবং সিলেকশন গ্রেড প্রদান করার অবকাশ নেই মর্মে নং: অম/অবি(বাস্ত-৪)/বিবিধ-২০(উঃস্কেঃ/০৭/৪৭ তারিখ ২৪-০৩-২০০৮খ্রিঃ যোগে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে জারীকৃত বৈষম্য মূলক আদেশ বাতিল করতে হবে।

অতএব, মহোদয় সমীপে বিনীত আরজ প্রজাতন্ত্রের কর্মচারিদের সর্বোচ্চ অভিভাবক হিসেবে (১১-২০ গ্রেড) কর্মচারিদের বর্ণিত দাবিসমূহ আপনার মহানুভবতায় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সবিনয়ে অনুরোধ জানানো হলো।

মহান আল্লাহ আপনার সহায় হউন।

বিনীত নিবেদক,

১৭/০৯/২৪
মোঃ রফিকুল আলম
সমন্বয়ক
০১৩০২৫৪১৫১৮

১৭.৯.২৪
(মোঃ ওয়ারেছ আলী)
মূখ্য সমন্বয়ক
wares07.ali@gmil.com
০১৭১১২৩১৭৭৪

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান

১১-২০ গ্রেড সরকারি চাকুরিজীবী ফোরাম

কেন্দ্রিয় নির্বাহী পরিষদ

অস্থায়ী কার্যালয়ঃ ৩১ নং মসজিদুল ফেরদৌস কমপ্লেক্স, ব্লক-বি, মিরপুর-২, ঢাকা।
mhtipu143@gmail.com,মোবাইল-০১৭১৫৫৮৩৮৮৩, ০১৭১২-১৪৯১৪৩, ০১৭১৯৯১৩৬৯৪

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়
ডাক গ্রহণ ও বিতরণ শাখা
গ্রহীতার স্বাক্ষরঃ
তারিখঃ 17/09/24
সময়ঃ

তারিখঃ ১৭/০৯/২০২৪ খ্রি.

সুত্রঃ কেনিপ-১৩/২০২৪

বরাবর,
মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা
অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

বিষয়ঃ বৈষম্যমুক্ত ৯ম পে-স্কেল প্রদানের লক্ষ্যে পে কমিশন গঠন, বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি চলমান রাখা, টাইমস্কেল-সিলেকশন গ্রেড পুর্নবহালসহ ৬ দফা দাবিতে আবেদন।

মহোদয়,
অশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানপূর্বক সবিনয় নিবেদন এই যে, "১১-২০ গ্রেড সরকারি চাকুরিজীবী ফোরাম" -এর পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও সালাম গ্রহণ করুন। আমরা প্রথমেই স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারি সকল বীর শহীদ ও সম্ভ্রম হারানো সকল মা-বোনদের, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের শহীদদের, যারা একটি শোষনহীন, বৈষম্যমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমাদের ২য় স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। সরকারি কর্মচারীরা সরকারের সকল কাজ বাস্তবায়ন করলেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে ১১ থেকে ২০ গ্রেডের কর্মচারীরা সকল সুবিধা থেকে বঞ্চিত। আমরা ১১-২০ গ্রেডের সরকারি কর্মচারিরা দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধোগতি ও সেবা খাতের ব্যয় বৃদ্ধির কারণে মানবেতর জীবনযাপন করছি। দ্রব্যমূল্য কয়েকগুন বৃদ্ধি পেয়েছে ও সেবামূল্যও আকাশচুম্বি রুপ ধারণ করেছে। অথচ নিম্ন গ্রেডের কর্মচারিদের আয় বাড়েনি মোটেই, তাই চলমান জীবন বাস্তবতার নিরিখে প্রজাতন্ত্রের এ সকল নিম্নবেতনভুক্ত কর্মচারীদের কতিপয় সমস্যাদি নিরসনে সরকারের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষন করছি এবং ৬ দফা দাবী তুলে ধরছি:

আমাদের দাবী সমুহঃ

১। **পে-কমিশন গঠন পূর্বক বৈষম্য মুক্ত ৯ম পে স্কেল প্রদানের মাধ্যমে বেতন বৈষম্য নিরসনসহ বেতন স্কেলের পার্থক্য সমহারে নির্ধারন, গ্রেড সংখ্যা কমানো এবং পে-কমিশনে ১১-২০ গ্রেডের কর্মচারি প্রতিনিধি রাখতে হবেঃ**

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদে নাগরিকদের যুক্তি সংগত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার বিষয়টি রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসাবে বলা হয়েছে। একজন কর্মচারীর পরিবারে ৬ জন সদস্য বিবেচনায় সর্বনিম্ন বেতন ৮২৫০/- টাকা, সকল ভাতা মিলিয়ে মোট প্রায় ১৫০০০/-টাকায় ৩ বেলা খাবার মাথা গোঁজার ঠাই, চিকিৎসা, সন্তানের শিক্ষা, অতিথি আপ্যায়ন ও বিনোদন ব্যয় মিটিয়ে কি মানবিক মর্যাদা নিয়ে জীবন ধারন সম্ভব? বর্তমানে সরকারি হিসাবে দৈনিক লেবার মজুরি ৬০০/ মাসে ১৮০০০/- টাকাবাস্তবে ৭০০/৮০০ টাকা, গার্মেন্টস কর্মির সর্বনিম্ন বেতন ১৩২৫০/- ওভার টাইম সহ প্রায় ২৫০০০-৩০০০০/- টাকা, পাশ্ববর্তি দেশ ভারতে সর্বনিম্ন বেসিক বেতন ১৮০০০/- টাকা। প্রহসনের ২০১৫ সালে প্রদত্ত ৮ম পে-স্কেল ইতমধ্যে প্রায় ৯ বছর পূর্ণ করেছে। সব সময়ই সরকার কোন পে-স্কেল ৪ বছর পূর্ণ হলেই মহার্ঘ্য ভাতা প্রদান করে থাকে। এখন পর্যন্ত তাও দিচ্ছে না। ৮ম পে-স্কেল ঘোষণার সময় স্থায়ী পে-কমিশন গঠনের কথা ছিলো তাও অদ্যাবধি বাস্তবায়ন হয়নি এবং বাজার প্রবৃদ্ধির সাথে সমন্বয় করে বেতন যে ৫% বাড়ানো হয়েছে তাও মূল বেতনের সাথে যুক্ত হয়নি। বর্তমান মাসিক বেতন ভাতা দিয়ে কোন কর্মচারী ১০ দিনের বেশি চলতে পারে না এবং সরকারি কর্মচারীরা অফিস সময়ের পরে কিছু করারও সুযোগ নাই ২৪ ঘন্টাই নিয়োজিত থাকতে হয়। তাই পে-কমিশন গঠন পূর্বক বৈষম্য মুক্ত ৯ম পে স্কেল প্রদানের মাধ্যমে বেতন বৈষম্য নিরসনসহ বেতন স্কেলের পার্থক্য সমহারে নির্ধারন ও গ্রেড সংখ্যা কমানো, পে-কমিশনে ১১-২০ গ্রেডের কর্মচারি প্রতিনিধি রাখার জোর দাবি জানাচ্ছি।

২। **যে সকল কর্মচারি মূল বেতনের শেষ ধাপে পৌছে গেছে তাদের বাৎষরিক বেতন বৃদ্ধি নিয়মিত করতে হবে, পে-স্কেলের পূর্ব পর্যন্ত নূনতম ৫০০০/ মহার্ঘ ভাতা দিতে হবে।**

২০১৫ সালের পে স্কেলের পরে আর কোন পে স্কেল না দেওয়ায় অনেক কর্মচারি মূল বেতনের শেষ ধাপে পৌছে গেছে অথচ তাদের এখনও ১০/১৫ বছর চাকুরিকাল আছে, নতুন পে স্কেল না দিলে তাদের আর বৎসরিক ৫% বেতন বাড়বে না। একই বেতনে বছরের পর বছর চাকুরি করাটা অমানবিক, তাই এই সকল সমস্যা বিবেচনায় নতুন পে স্কেলে দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি নিয়মিত করন ও একই সাথে নূনতম ৫০০০/ টাকা মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার জোর দাবী জানাচ্ছি।

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান

১১-২০ গ্রেড সরকারি চাকুরিজীবী ফোরাম

কেন্দ্রিয় নির্বাহী পরিষদ

অস্থায়ী কার্যালয়ঃ ৩১ নং মসজিদুল ফেরদৌস কমপ্লেক্স, ব্লক-বি, মিরপুর-২, ঢাকা।

mhtipu143@gmail.com,মোবাইল-০১৭১৫৫৮৩৮৮৩, ০১৭১২-১৪৯১৪৩, ০১৭১৯৯১৩৬৯৪

সুত্রঃ কেনিপ-১৪/২০২৪

তারিখঃ ১৭/০৯/২০২৪ খ্রি.

বরাবর,
মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা
অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

মাধ্যমঃ মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা,
অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বিষয়ঃ বৈষম্যমুক্ত ৯ম পে-স্কেল প্রদানের লক্ষ্যে পে কমিশন গঠন, বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি চলমান রাখা, টাইমস্কেল-সিলেকশন গ্রেড পূর্নবহালসহ ৬ দফা দাবিতে আবেদন।

মহোদয়,
অশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানপূর্বক সবিনয় নিবেদন এই যে, "১১-২০ গ্রেড সরকারি চাকুরিজীবী ফোরাম" -এর পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও সালাম গ্রহণ করুন। আমরা প্রথমেই স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারি সকল বীর শহীদ ও সম্ভ্রম হারানো সকল মা-বোনদের, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের শহীদদের, যারা একটি শোষনহীন, বৈষম্যমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমাদের ২য় স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। সরকারি কর্মচারীরা সরকারের সকল কাজ বাস্তবায়ন করলেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে ১১ থেকে ২০ গ্রেডের কর্মচারীরা সকল সুবিধা থেকে বঞ্চিত। আমরা ১১-২০ গ্রেডের সরকারি কর্মচারিরা দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধোগতি ও সেবা খাতের ব্যয় বৃদ্ধির কারণে মানবেতর জীবনযাপন করছি। দ্রব্যমূল্য কয়েকগুন বৃদ্ধি পেয়েছে ও সেবামূল্যও আকাশচুম্বি রুপ ধারণ করেছে। অথচ নিম্ন গ্রেডের কর্মচারিদের আয় বাড়েনি মোটেই, তাই চলমান জীবন বাস্তবতার নিরিখে প্রজাতন্ত্রের এ সকল নিম্নবেতনভুক্ত কর্মচারীদের কতিপয় সমস্যাদি নিরসনে সরকারের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষন করছি এবং ৬ দফা দাবী তুলে ধরছিঃ

<u>আমাদের দাবী সমুহঃ</u>

১। **পে-কমিশন গঠন পূর্বক বৈষম্য মুক্ত ৯ম পে স্কেল প্রদানের মাধ্যমে বেতন বৈষম্য নিরসনসহ বেতন স্কেলের পার্থক্য সমহারে নির্ধারন, গ্রেড সংখ্যা কমানো এবং পে-কমিশনে ১১-২০ গ্রেডের কর্মচারি প্রতিনিধি রাখতে হবেঃ**

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদে নাগরিকদের যুক্তি সংগত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার বিষয়টি রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসাবে বলা হয়েছে। একজন কর্মচারীর পরিবারে ৬ জন সদস্য বিবেচনায় সর্বনিম্ন বেতন ৮২৫০/- টাকা, সকল ভাতা মিলিয়ে মোট প্রায় ১৫০০০/-টাকায় ৩ বেলা খাবার মাথা গোঁজার ঠাই, চিকিৎসা, সন্তানের শিক্ষা, অতিথি আপ্যায়ন ও বিনোদন ব্যয় মিটিয়ে কি মানবিক মর্যাদা নিয়ে জীবন ধারন সম্ভব? বর্তমানে সরকারি হিসাবে দৈনিক লেবার মজুরি ৬০০/ মাসে ১৮০০০/- টাকাবাস্তবে ৭০০/৮০০ টাকা, গার্মেন্টস কর্মির সর্বনিম্ন বেতন ১৩২৫০/- ওভার টাইম সহ প্রায় ২৫০০০-৩০০০০/- টাকা, পাশ্ববর্তি দেশ ভারতে সর্বনিম্ন বেসিক বেতন ১৮০০০/- টাকা। প্রহসনের ২০১৫ সালে প্রদত্ত ৮ম পে-স্কেল ইতমধ্যে প্রায় ৯ বছর পূর্ণ করেছে। সব সময়ই সরকার কোন পে-স্কেল ৪ বছর পূর্ণ হলেই মহার্ঘ্য ভাতা প্রদান করে থাকে। এখন পর্যন্ত তাও দিচ্ছে না। ৮ম পে-স্কেল ঘোষণার সময় স্থায়ী পে-কমিশন গঠনের কথা ছিলো তাও অদ্যাবধি বাস্তবায়ন হয়নি এবং বাজার প্রবৃদ্ধির সাথে সমন্বয় করে বেতন যে ৫% বাড়ানো হয়েছে তাও মূল বেতনের সাথে যুক্ত হয়নি। বর্তমান মাসিক বেতন ভাতা দিয়ে কোন কর্মচারী ১০ দিনের বেশি চলতে পারে না এবং সরকারি কর্মচারীরা অফিস সময়ের পরে কিছু করারও সুযোগ নাই ২৪ ঘন্টাই নিয়োজিত থাকতে হয়। তাই পে-কমিশন গঠন পূর্বক বৈষম্য মুক্ত ৯ম পে স্কেল প্রদানের মাধ্যমে বেতন বৈষম্য নিরসনসহ বেতন স্কেলের পার্থক্য সমহারে নির্ধারন ও গ্রেড সংখ্যা কমানো, পে-কমিশনে ১১-২০ গ্রেডের কর্মচারি প্রতিনিধি রাখার জোর দাবি জানাচ্ছি।

২। **যে সকল কর্মচারি মূল বেতনের শেষ ধাপে পৌছে গেছে তাদের বাৎষরিক বেতন বৃদ্ধি নিয়মিত করতে হবে, পে-স্কেলের পূর্ব পর্যন্ত নূনতম ৫০০০/ মহার্ঘ ভাতা দিতে হবে।**

২০১৫ সালের পে স্কেলের পরে আর কোন পে স্কেল না দেওয়ায় অনেক কর্মচারি মূল বেতনের শেষ ধাপে পৌছে গেছে অথচ তাদের এখনও ১০/১৫ বছর চাকুরিকাল আছে, নতুন পে স্কেল না দিলে তাদের আর বৎসরিক ৫% বেতন বাড়বে না। একই বেতনে বছরের পর বছর

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান

১১-২০ গ্রেড সরকারি চাকুরিজীবী ফোরাম

কেন্দ্রিয় নির্বাহী পরিষদ

অস্থায়ী কার্যালয়ঃ ৩১ নং মসজিদুল ফেরদৌস কমপ্লেক্স, ব্লক-বি, মিরপুর-২, ঢাকা।

mhtipu143@gmail.com,মোবাইল-০১৭১৫৫৮৩৮৮৩, ০১৭১২-১৪৯১৪৩, ০১৭১৯৯১৩৬৯৪

সুত্রঃ কেনিপ-১৫/২০২৪ তারিখঃ ১৭/০৯/২০২৪ খ্রি.

বরাবর,
মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা
অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

মাধ্যমঃ সিনিয়র সচিব,
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বিষয়ঃ বৈষম্যমুক্ত ৯ম পে-স্কেল প্রদানের লক্ষ্যে পে কমিশন গঠন, বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি চলমান রাখা, টাইমস্কেল-সিলেকশন গ্রেড পুর্নবহালসহ ৬ দফা দাবিতে আবেদন।

মহোদয়,
অশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানপূর্বক সবিনয় নিবেদন এই যে, "১১-২০ গ্রেড সরকারি চাকুরিজীবী ফোরাম" -এর পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও সালাম গ্রহণ করুন। আমরা প্রথমেই স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারি সকল বীর শহীদ ও সম্ভ্রম হারানো সকল মা-বোনদের, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের শহীদদের, যারা একটি শোষনহীন, বৈষম্যমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমাদের ২য় স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। সরকারি কর্মচারীরা সরকারের সকল কাজ বাস্তবায়ন করলেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে ১১ থেকে ২০ গ্রেডের কর্মচারীরা সকল সুবিধা থেকে বঞ্চিত। আমরা ১১-২০ গ্রেডের সরকারি কর্মচারিরা দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধোগতি ও সেবা খাতের ব্যয় বৃদ্ধির কারণে মানবেতর জীবনযাপন করছি। দ্রব্যমূল্য কয়েকগুন বৃদ্ধি পেয়েছে ও সেবামূল্যও আকাশচুম্বি রুপ ধারণ করেছে। অথচ নিম্ন গ্রেডের কর্মচারিদের আয় বাড়েনি মোটেই, তাই চলমান জীবন বাস্তবতার নিরিখে প্রজাতন্ত্রের এ সকল নিম্নবেতনভুক্ত কর্মচারীদের কতিপয় সমস্যাদি নিরসনে সরকারের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষন করছি এবং ৬ দফা দাবী তুলে ধরছিঃ

<u>আমাদের দাবী সমুহঃ</u>

১। **পে-কমিশন গঠন পূর্বক বৈষম্য মুক্ত ৯ম পে স্কেল প্রদানের মাধ্যমে বেতন বৈষম্য নিরসনসহ বেতন স্কেলের পার্থক্য সমহারে নির্ধারন, গ্রেড সংখ্যা কমানো এবং পে-কমিশনে ১১-২০ গ্রেডের কর্মচারি প্রতিনিধি রাখতে হবেঃ**

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদে নাগরিকদের যুক্তি সংগত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার বিষয়টি রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসাবে বলা হয়েছে। একজন কর্মচারীর পরিবারে ৬ জন সদস্য বিবেচনায় সর্বনিম্ন বেতন ৮২৫০/- টাকা, সকল ভাতা মিলিয়ে মোট প্রায় ১৫০০০/-টাকায় ৩ বেলা খাবার মাথা গোঁজার ঠাই, চিকিৎসা, সন্তানের শিক্ষা, অতিথি আপ্যায়ন ও বিনোদন ব্যয় মিটিয়ে কি মানবিক মর্যাদা নিয়ে জীবন ধারন সম্ভব? বর্তমানে সরকারি হিসাবে দৈনিক লেবার মজুরি ৬০০/ মাসে ১৮০০০/- টাকাবাস্তবে ৭০০/৮০০ টাকা, গার্মেন্টস কর্মির সর্বনিম্ন বেতন ১৩২৫০/- ওভার টাইম সহ প্রায় ২৫০০০-৩০০০০/- টাকা, পাশ্ববর্তি দেশ ভারতে সর্বনিম্ন বেসিক বেতন ১৮০০০/- টাকা। গ্রহসনের ২০১৫ সালে প্রদত্ত ৮ম পে-স্কেল ইতমধ্যে প্রায় ৯ বছর পূর্ণ করেছে। সব সময়ই সরকার কোন পে-স্কেল ৪ বছর পূর্ণ হলেই মহার্ঘ্য ভাতা প্রদান করে থাকে। এখন পর্যন্ত তাও দিচ্ছে না। ৮ম পে-স্কেল ঘোষণার সময় স্থায়ী পে-কমিশন গঠনের কথা ছিলো তাও অদ্যাবধি বাস্তবায়ন হয়নি এবং বাজার প্রবৃদ্ধির সাথে সমন্বয় করে বেতন যে ৫% বাড়ানো হয়েছে তাও মূল বেতনের সাথে যুক্ত হয়নি। বর্তমান মাসিক বেতন ভাতা দিয়ে কোন কর্মচারী ১০ দিনের বেশি চলতে পারে না এবং সরকারি কর্মচারীরা অফিস সময়ের পরে কিছু করারও সুযোগ নাই ২৪ ঘন্টাই নিয়োজিত থাকতে হয়। তাই **পে-কমিশন গঠন পূর্বক বৈষম্য মুক্ত ৯ম পে স্কেল প্রদানের মাধ্যমে বেতন বৈষম্য নিরসনসহ বেতন স্কেলের পার্থক্য সমহারে নির্ধারন ও গ্রেড সংখ্যা কমানো, পে-কমিশনে ১১-২০ গ্রেডের কর্মচারি প্রতিনিধি রাখার জোর দাবি জানাচ্ছি।**

২। **যে সকল কর্মচারি মূল বেতনের শেষ ধাপে পৌছে গেছে তাদের বাৎষরিক বেতন বৃদ্ধি নিয়মিত করতে হবে,** পে-স্কেলের পূর্ব পর্যন্ত নূনতম ৫০০০/ মহার্ঘ ভাতা দিতে হবে।

২০১৫ সালের পে স্কেলের পরে আর কোন পে স্কেল না দেওয়ায় অনেক কর্মচারি মূল বেতনের শেষ ধাপে পৌছে গেছে অথচ তাদের এখনও ১০/১৫ বছর চাকুরিকাল আছে, নতুন পে স্কেল না দিলে তাদের আর বৎসরিক ৫% বেতন বাড়বে না। একই বেতনে বছরের পর বছর চাকুরি করাটা অমানবিক, তাই এই সকল সমস্যা বিবেচনায় নতুন পে স্কেলে দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি নিয়মিত করন ও একই সাথে নূনতম ৫০০০/ টাকা মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার জোর দাবী জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারি দাবি আদায় ঐক্য পরিষদ

(জাতীয় ভিত্তিক সংগঠন সমূহের জোট)
অস্থায়ী কার্যালয়-৮/২ পশ্চিম কাফরুল, শেরে বাংলা নগর ঢাকা-১২০৭
ইমেইল-wares.07ali@gmail.com, mhtipu143@gmail.com মোবাইলঃ ০১৭১১-২৩১৭৭৪ ,০১৭১২১৪৯১৪৩

সুত্র-১৪/২০২৪

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়
ডাক গ্রহণ ও বিতরণ শাখা
গ্রহীতার স্বাক্ষরঃ
তারিখঃ ২৫/০৯/২৪
সময়ঃ

১৫/০৯/২০২৪

বরাবর,

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা
অন্তর্বর্তীকালীন সরকার
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বিষয়:সদয় সাক্ষাতের জন্য অনুমতি প্রার্থনা

মহোদয়,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বতীকালীন সরকারে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারি দাবি আদায় ঐক্য পরিষদ এর পক্ষ থেকে আপনাকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। "বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারি দাবি আদায় ঐক্য পরিষদ" সরকারি কর্মচারিদের স্বার্থ নিয়ে কাজ করে এমন কয়েকটি জাতীয়ভিত্তিক সংগঠনের জোট।উক্ত সংগঠন সমূহের নেতৃবৃন্দের একটি প্রতিনিধি দল আপনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করতে আগ্রহী।

মহোদয় সমীপে , আপনার সুবিধাজনক সময়ে উক্ত সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল সৌজন্য সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করছি।

আপনার বিশ্বস্ত

১৫.৯.২৪

মোঃমাহমুদুল হাসান
সাধারণ সম্পাদক
১১-২০ গ্রেডের সরকারি চাকুরিজীবী ফোরাম
ও সমন্বক

বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারি দাবি আদায় ঐক্য পরিষদ

মোবাইলঃ...০১৭১২১৪৯১৪৩